৬

তারিখ ... 21 MAR 1997 ... ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫ ......

দৈনিক ইনকিলাব

আগামী বছর বইমেলার আয়োজন নিয়ে সংশয়

অনাড়ম্বরভাবে শেষ হয়ে গেল এবারের বই মেলা

দীর্ঘ একমাসের আশা-নিরাশা, অভিযোগ-অনুযোগ, সফলতা-ব্যর্থতা, দুঃখ-ক্ষোভসহ নানা জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটে ১৭ মার্চ '২১ ফেব্রুয়ারীর গ্রন্থ মেলা' সমাপ্তির মধ্যদিয়ে। এবারের বইমেলার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মেলা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এ কথাটি প্রায় সবাই স্বীকার করেছেন, এমনকি সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্বয়ং বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ডঃ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বইমেলার সুষ্ঠু পরিবেশও পরিচালনার ক্ষেত্রে নিজেদের ব্যর্থতার কথা স্বীকার করে বলেছেন, আগামীতে পাঠক, প্রকাশক ও ক্রেতা মহলের চাহিদা ও প্রত্যাশা অনুযায়ী বিশেষভাবে পরিচালিত বইমেলার আয়োজন করা হবে।

দায়িত্বহীনতার ক্ষেত্রগুলো

মেলার ব্যবস্থাপনা ত্রুটি ও উদাসীনতা নিয়ে শেষদিনও অভিযোগ পাওয়া পেছে বিভিন্ন স্টল থেকে। কর্তৃপক্ষের অমনোযোগী ও অবহেলার কারণে নীতিমালার বহির্ভূত প্রত্যেকটি ন্যক্কারজনক ঘটনা মেলায় ঘটেছে। যেমন পর্যাপ্ত পরিমাণ পুলিশ বাহিনী থাকা সত্ত্বেও তাদের নাকের ডগায় মেয়েদের নিয়ে টানা-হেঁচড়া, মেলায় ছুরিকাঘাত, স্টল ভাংচুর ভিন্ন কায়দায় উৎকচ আদায়, একটি স্টলের প্রচুর বই চুরি, খোলামেলাভাবে দেদার ভারতীয় বই বিক্রি, পানির ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও পানি না ছিটানো, শৌচাগারের দুরবস্থা ও প্রচারের ত্রুটি ইত্যাদি।

কর্তৃপক্ষের অমনোযোগী ও অবহেলার কারণে নীতিমালার বহির্ভূত প্রত্যেকটি ন্যক্কারজনক ঘটনা মেলায় ঘটেছে। যেমন পর্যাপ্ত পরিমাণ পুলিশ বাহিনী থাকা সত্ত্বেও তাদের নাকের ডগায় মেয়েদের নিয়ে টানা-হেঁচড়া, মেলায় ছুরিকাঘাত, স্টল ভাংচুর, ভিন্ন কায়দায় উৎকচ আদায়

কর্তৃপক্ষের এ দায়িত্বহীনতার জন্য আগামী বছরের মেলা নিয়ে সন্দিহান দেখা দিয়েছে। অনেক প্রকাশক ও বিক্রেতা অকপটে বলেই ফেলেছেন, যদি কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে মেলা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার দায়িত্বে আশ্বাস না দেন তাহলে মেলায় আমরা অংশগ্রহণ করবো কি-না ভেবে দেখবো।

সঠিক তথ্য নেই ঃ আনুমানিক

গত বছরের তুলনায় এবার মেলার বেচা-কেনা অনেক কম। যদিও এবার স্টলের বরাদ্দ ছিল অনেক বেশী। এবার গ্রন্থমেলার বিক্রির নীট কোন হিসাব প্যাওয়া যায়নি। তবুও আনুমানিক ভাবে যা পাওয়া গেছে একাডেমীর স্টলে শেষের দিন পর্যন্ত বিক্রি প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা যা গত বছরের চেয়ে কম। অবসর প্রকাশনীতে শেষ দিন পযন্ত প্রায় ২১ লক্ষ টাকা বিক্রি হয়েছে। তাদের নতুন বইর সংখ্যা ছিল ২৫টির মত। হুমায়ুন আহমেদ লেখা 'মেঘ বলেছে যাবো যাবো' বইটি অবসর থেকে প্রকাশ পেয়েছে। সবচেয়ে বেশী বিক্রি হয়েছে এই উপন্যাসটিই।

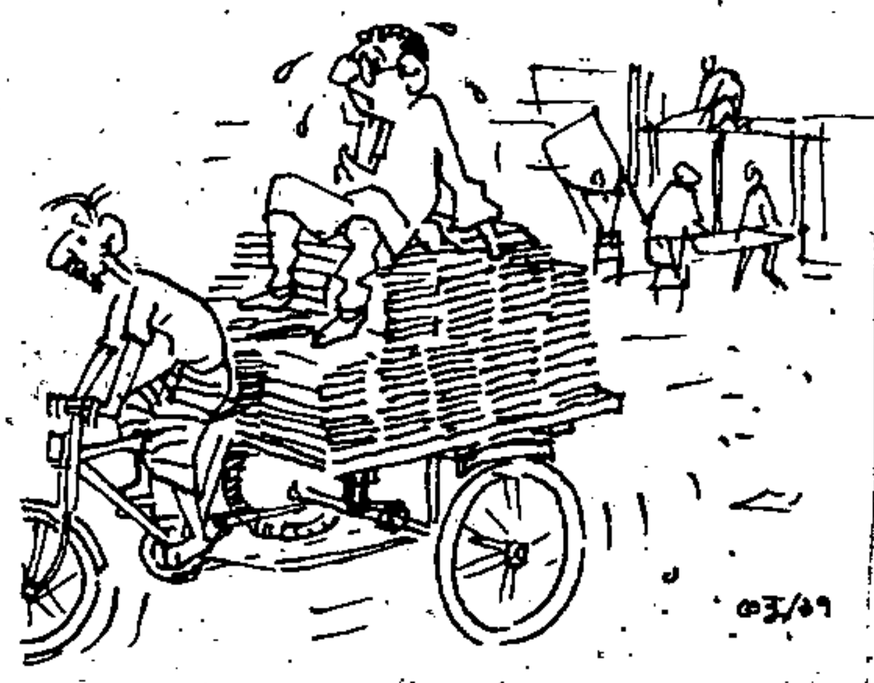

মাওলা ব্রাদার্স, আগামী, বিদ্যাপ্রকাশ, দিব্য, সাহিত্য একাডেমী, বইয়ের আড়ত, অনুপম শিখা, বিশাকা, ত্রয়ী,

কৃষ্টি ও গ্রন্থকানন এসব স্টলে তাদের ৩০ দিনের মোট বিক্রি ছিল ১ লক্ষ থেকে দেড় লক্ষ টাকার মত। মুক্তধারাতে মোট বিক্রি ছিল প্রায় ৪০ হাজার টাকার মত। আর বেশীর ভাগ স্টলের মোট ৩০ দিনের বিক্রির পরিমাণ ৩০ /৩৫ হাজার টাকার মধ্যে সীমিত ছিল। গড়ে প্রতিটি স্টলের বিক্রি আনুমানিক ১৫০০ টাকার মত প্রতিদিনে।

কার বই কেমন চলেছে

এবারের মেলায় সবচেয়ে বেশী বিক্রি হয়েছে উপন্যাসের বই। তবে দুই সহোদর অধ্যাপক হুমায়ুন আহমেদ ও মুহাম্মদ জাফর ইকবাল-এর লেখা উপন্যাস ও সাইন্স ফিকসনের বই সবচেয়ে বেশী কাটতি হয়েছে। এছাড়া এমদাদুল হক মিলনের উপন্যাস, মোঃ আখতারুজ্জামান ইলিয়াছের খোয়াবনামা, আল মাহমুদের কবিতা সমগ্র, মহাদেব সাহা, নির্মলেন্দু গুণের কবিতার বই. ভাল বিক্রি হয়েছে নতুন লেখকদের উপন্যাসের বইও মোটামুটি চলেছে। এদের মধ্যে ফিরোজ আশরাফ ও নাসরীন জাহানের উপন্যাস ভাল বিক্রি হয়েছে। কথায় বলে বাতি নিভার আগে ধপ করে জ্বলে উঠে। তেমনি মেলা ভাঙ্গার দিন কিছু সমাগম হয়েছিল। ক্রেতাদের শেষ সুযোগ হিসাবে সেদিন প্রতি বইয়ে ৪০% হতে ৫০% পর্যন্ত কমিশন দেয়া হয়েছিল। এবারের বইমেলায় অংশ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে মাওলা ব্রাদাস, অবসর প্রকাশনী ও সন্ধানী প্রকাশনকে স্টল সজ্জায় যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে পুরস্কৃত করা হয়। সব শেষে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, অতীতের ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী থেকে আমাদের রেহাই পাওয়ার জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ না নিয়ে যদি অন্ধের মত বলে যাই বিচ্ছিন্ন কিছু তো ঘটবেই, তা হবে আমাদের জন্য আত্মঘাতী।

মহাপরিচালক মহোদয়ের অকপটে সত্য স্বীকার ও ভবিষ্যতের পদক্ষেপের আশ্বাসের জন্য ধন্যবাদ।

—আজিজুর রহমান